প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ নয় মানোন্নয়ন জরুরি

এম আর খায়রুল উমাম

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ৩১ জানুয়ারী ২০১৯

মহাজোট সরকার জাতিকে শিক্ষানীতি উপহার দিয়ে জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। বিগত সরকারগুলোর আমলে অনেকেই শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু শেষ বিচারে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অনেক আন্দোলন সংগ্রামের কারণে কমিশনের সুপারিশগুলো আলোর মুখ দেখেনি। বাতিলের জন্য যেমন আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে, বিপরীতে প্রণয়নের জন্য বহু আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। এত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রফেসর কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে মহাজোট সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। বর্তমান শিক্ষানীতির সকল ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে সক্ষমÑ এমন দাবি করা যাবে না। বিশেষ

করে চলমান প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রস্তাবিত শিক্ষা।

বর্তমান শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার প্রস্তাবনা আছে। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন আমাদের দেশে প্রথমবার আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেছিল। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চার বছর মেয়াদি ছিল। তারপর তা বাড়িয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি করা হয়, যা আজও চলমান। কুদরত-এ-খুদার প্রথম শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের সূত্র ধরেই বর্তমান শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ আবার আট বছর করার প্রস্তাবনা এসেছে বলে অনেকে বলে থাকেন। দুই কমিশনের প্রস্তাবনার মধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। ফলে পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় এখন আর পুরাতন যুক্তিগুলো জাতীয় জীবনে প্রযোজ্য নয়। অতীতে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ কষ্টদায়ক হওয়ায়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য এবং বিশ্বব্যাপী ১৪ বছর পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষার নীতি মানার জন্য প্রস্তাবনা আনা হলেও এখন এসবের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

আমাদের সরকারগুলো অতীতের ধারাবাহিকতায় শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হয়ে থাকে। ওয়ারেন হেস্টিংয়ের আমল থেকে শিক্ষা সংস্কারের কাজ শুরু হলেও প্রকৃত প্রয়োজনটা

কেউ নজর দিয়েছে বলে মনে হয় না। দিনকে দিন দেশের মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষার মান পড়েই চলেছে। আশু সমস্যার আশু সমাধানের পথ চলতে গিয়ে কোনো কোনো পদক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষার মানকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই অনেকে মনে করে থাকেন, সরকারি হিসাব মোতাবেক পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ বিশ ভাগ শিক্ষার্থী সূচকগুলো অর্জনে সমর্থ হচ্ছে, সেখানে আট বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করলে আরও কিছু শিক্ষার্থী সূচকগুলো অর্জনে সমর্থ হবে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে বলে চিৎকার করার সুয়োগ পাবে। সরকারের তৈরি কমিশন সরকারের জন্য এমনটা করতেই পারে।

দেশের মানহীন প্রাথমিক শিক্ষার কারণে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষার প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষা দুর্বল হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষাও সঠিক পথে হাঁটছে না। সে কারণেই আজ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের মধ্যে তো নয়ই, এশিয়ার মধ্যে খুঁজতে কষ্ট হচ্ছে। এ বিষয়টা আমাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাবানদের নজরে পড়ে কিনা জানি না। তবে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল দশার কারণে মধ্যবিত্তের ওপর চাপ বাড়ছে। দেশের বিত্তবানরা মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে ইতোমধ্যে চলে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সন্তানরা এখন ইংরেজি মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। ফলে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা এখন অসহায় মানুষের অবলম্বন

হয়ে পড়েছে এবং ইংরোজ মাধ্যম শিক্ষার রমরমা বাণিজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নত করার সমস্যা নিয়ে শিক্ষা কমিশন ভেবেছে কিনা জানি না। ‘মানি ইজ নো প্রবলেম’-এর দেশে টাকাটা হয়তো অনেকের কাছে সমস্যা নয় কিন্তু টাকার অংকটা বিশাল। সরকার শিক্ষানীতি পাস করেছে কিন্তু তা বাস্তবায়নের অর্থনৈতিক প্রতিবেদনটি পাস করেনি। ফলে ২০১২ সালে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার কাজটা ২০১৯ সালেও করে উঠতে পারেনি। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণী যোগ হওয়ার কারণে তিনটি শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রয়োজন পড়বে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক। একদিকে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এগুলো প্রয়োজন পড়বে বিপরীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক অতিরিক্ত হয়ে পড়বে। ছাঁটাই বা বদলি কোনোটাই সম্ভব নয়। যেখানে শিক্ষকেদের সামাজিক মর্যাদা প্রশ্নের মুখে সেখানে গণহারে পদাবনতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একজন মানুষ হিসেবে কারও কাছেই গ্রহণয্যো নয়।

দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষার করণীয় নির্ধারণ হওয়া জরুরি। প্রাথমিক শিক্ষার সরকার নির্ধারিত সূচকগুলো যে ২০ ভাগ শিক্ষার্থী অর্জনে সমর্থ হচ্ছে তা ৮০ ভাগ শিক্ষার্থীকে অর্জনে সহায়ক পথ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সরকার ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টরাসহ এলাকার সব মানুষ নিয়ে ক্রাশ প্রোগ্রামের

মানোন্নয়নে ব্রতী হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ তিন বছর বাড়িয়ে এ কাজ হবে না। এলাকাভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এলাকাভিত্তিক ভর্তির ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের ক্লাসের সময় নির্ধারণ, ছুটির ব্যবস্থা, পোশাক, খাবার ব্যবস্থাসহ নিবেদিত শিক্ষক এবং শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকার অনেক কিছু করছেন, কিন্তু তা কমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এ অবস্থা পরিবর্তন করে বিদ্যালয় পরিচালনা এলাকাভিত্তিক করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে দায়িত্ব দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। স্থানীয়রা স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় যে ২০ ভাগ মান রক্ষা হচ্ছে তাতে বিশেষ কিছু বিদ্যালয়ের অবদান সিংহভাগ। এ বিদ্যালয়গুলো সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নিজেরা বিশেষ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। মানসম্পন্ন বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের চাপ বিশাল। শিক্ষার্থীদের এই চাপ বিদ্যালয়গুলোকে বেসামাল করে দিচ্ছে। সম্প্রতি রাজধানীর একটি বিদ্যালয়ে বেসামাল হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে জাতি। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, নিজেদের দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিক না হয়ে বাণিজ্যের সিঁড়িটা লম্বা করতে তৎপর অধিকাংশই।

সম্প্রতি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্তির জনপ্রত্যাশা পূরণের অন্যতম আস্থা অর্জনকারী

যশোরের নবাশলয় প্রি-ক্যাডেট নার্সারি স্কুলটি জুনিয়র স্কুলে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে মানসম্মত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব অনেক বেশি। অতীতে যতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নত করা হয়েছে তার সবটিতে নিম্ন শ্রেণীগুলো অবহেলিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সবার বিষয়টি অবগত থাকার পরও পরিবর্তনের কার্যক্রম চলছে। বিশ্বাস করি শিক্ষা সম্প্রসারণের বাহবা পেতে অনুমোদন পেয়েও যাবে। দেশ ও জাতির কল্যাণ বিবেচিত হবে না। দেশের শিক্ষানীতির আলোকে স্কুল কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ বলে মনে হয় না। কারণ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া বর্তমানে স্থবির হয়ে পড়েছে। নানাবিধ সমস্যার কারণে সরকার যেখানে ব্যর্থ সেখানে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমন উদ্যোগকে সাধু বলার সুযোগ নেই। আমাদের দেশে হওয়া ডালে ফোড়ং দেয়ার প্রবণতা খুব বেশি। নতুন করে কোনো কিছু করার চাইতে চলমান কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহশীল ব্যক্তির অভাব নেই। এতে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আপাতত না হলেও শেষ বিচারে ধ্বংস হতে চলেছে। এমনিতে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে একটা শিক্ষা সংকট তৈরি করেছি। তার ওপর শিক্ষা সম্প্রসারণের নামে এমন ছোট ছোট উদ্যোগে দেশের শিক্ষার প্রথম সোপান আরও অন্ধকারে ডুবে যাবে। এটা কাম্য হতে পারে না।

দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি না মানোন্নয়ন প্রয়োজন তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। সরকারি লক্ষ্য পূরণে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে অবৈতনিক করলেই দায়মুক্তি ঘটে। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ মডেলের। খোদ ব্রিটেনে এখনও প্রাথমিক শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত তার উপর সারা বিশ্বে এখনও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সবচাইতে বেশি দেশে চলমান। তাই দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি করে জটিলতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ভেবে দেখতে পারেন নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রাথমিক শিক্ষার আশু করণীয় হিসেবে মানোন্নয়নের ক্রাশ প্রোগ্রাম জরুরি। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীদের সুপারিশ নিয়ে সরকার পরিকল্পনা করে এগিয়ে যেতে পারে।

দেশের সব শ্রেণী ও পেশাজীবীরা আজ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। পেশাজীবীদের বিভক্তির কারণে দেশ ও জাতির কল্যাণে পেশা গৌণ হয়ে পড়েছে। দলীয় পেশাজীবীরা দলের ম্যান্ডেটের প্রতি বেশি অনুগত হয়ে পড়ার কারণে পেশার উন্নয়ন পথ হারিয়ে ফেলছে। রাজনৈতিক দল পেশাজীবীদের এমন কর্মকান্ডে খুশি হতে পারে কিন্তু জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আজকে শিক্ষার মানোন্নয়ন সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকদের রাজনৈতিক বিভক্তি। মহাজোট সরকারের ভূমিধস বিজয় পেশাজীবীদের কোথায় দাঁড়

করাবে তার ওপর পেশার গতিশীলতা নির্ভর করছে। শিক্ষা ব্যতিক্রম কোনো কিছু নয়। সুধী মহলের ভাবনার মধ্যে বিষয়টা এলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।